বোধের পাখিরা ওড়ে

বোধের পাখিরা ওড়ে তোমার আকাশে
অবরুদ্ধ কতকাল ! এভাবে উড়ানে
আমি কী প্রতীক্ষা নিয়ে বসে আছি ঠাঁয়
কোন শ্যামলিমা এসে লগ্ন, পরমান্ন—
রেধে খাওয়াবে বলে অধীর অপেক্ষা।
অক্ষরপ্রতিমা বলে খুঁজি নিরন্তর
সে কী খোঁজে বিম্ব, বনানীর শাদা ভোর !
বোধের পাখিরা ওড়ে, পরিযায়ী নয়।
বিশুদ্ধ প্রতীক লগ্ন, অথচ দ্যোতনা
আমার কবিতা খুব মৃদু অভ্যন্তরে
তোমার মননে— কেবলি সঞ্চারমান—
হবে ধরে নিয়ে এই অলীক সূচনা।
বোধিডানা খুলে সুগোপন পংক্তিমালা
নীলরৌদ্রস্নানে ডোবে নির্মেঘ পুলকে।

প্রান্তিক বারান্দা থেকে চাঁদ

প্রান্তিক বারান্দা থেকে চাঁদ দেখো তুমি
নাকি চাঁদ নেমে আসে ঝুলবারান্দায় !
খন্ড দৃশ্য চিত্রকল্প ধরে নাও তুমি
আমার রচনা তবে ঠোঁটে বুনে রাখো
গীতবিতানের পাতা থেকে ফাগুনের
অনাবিল সুবাতাস। ভ্রমর সুতান
বহে যায় মৃদু মৃদু তোমার আমার;
যেভাবে কবিতা পাঠে— পাঠান্তর হলে
সঞ্চারিত কাব্যরসে ভিজে ভিজে সিক্ত
আনন্দ সিনান করো যেভাবে আমিও
নেমে আসা চন্দ্রযান আমার প্রান্তরে
প্রান্তিক বারান্দা থেকে তবে আমি দেখি
তুমিও ভেসেছো চাঁদে জ্যোৎস্নার ভিতর
অনর্গল তোমারও চোখ চন্দ্রভিলা !

স্তব্ধ হলো সাময়িক

স্তব্ধ হলো সাময়িক সেতুটির নিচে
প্রবাহিত জ্যোৎস্নাধারা। এমনতো নয়—
চিরকাল থেমে থাকা। ফের চলাচল
প্রিয় সেতু পারাপার শুরু হলে দ্যাখো
বিমর্ষ পাতার নিচে জেগে থাকে চোখ,
নীলাভ পাখির ঠোঁট সবুজ আভাষে
খুলে রাখে পত্রময় নব্য মর্মরতা।
এমন মর্মরধ্বনি শুনে নিতে তুমি
ফের কান পাতো দেখি হৃদয় বিতলে।
বিতলে যে ধ্বনিটুকু গুঞ্জরিত হয়
তোমার মহিমাময় সঞ্চারিত হৃদি
বুনে রাখে গহনতা অভয় অরণ্য
কেবল জ্যোৎস্নার বোঁটা থেকে চুঁয়ে পড়া
রসের কাঙাল কবি খোঁজে তোমাকেই

অধর তোলা তো দেখি !

অধর তোলো তো দেখি ! সলাজ আঁখিটি।
ভাষার ভুবন ধরে নাও বাও ভোরে।
দেখি আমি সান্ধ্যকালে মা'র হাত ধরে
ভাষা দ্যাখো হেঁটে যায় দেশ-দেশান্তরে।
এসময় তবে তুমি বিমনা হয়ো না;
কেননা নদীর পাড় এখন ভাঙেনি।
উত্তাল ঢেউয়ের নিচে ভয়াল হাঙর
ধরে নাও নেই। নৌকো চড়ে যাবে তুমি !
ভাষার জাঙাল রচি। কাঙাল কবিটি।
মৃদু ভালোবাসা পেতে জ্যোৎস্না ভিক্ষে করি
ভিজে যেতে বারংবার জ্যোৎস্নার ভিতর
খুঁজেছি তোমার মুখ নতুন উদ্ভাসে
ঋতু আসে ফসলের নবান্ন সকালে !

মেঘ জমে সরে যায়

মেঘ জমে সরে যায়, বৃষ্টি যেচে যায়
বলো তো কোথায় যায় ! উত্তরে দক্ষিণে,
না কোন প্রদেশে ! দাহ-প্রদক্ষিণ করে
সমুদ্র বিতল থেকে পাখির ডানায়
বহে আনা আকাঙ্ক্ষিত ঝড়, বৃষ্টিশ্বাস।
বাতাস শীতল হলে তোমার মুকুর
নতুন খোয়াবে রেখে ঝুলবারান্দায়
টবে টবে গাছে গাছে, হাত বোলাও, না—
বৃষ্টিজল ধরে এনে হৃদয়ে পোরাও;
নিদাঘ সময় ধায়; এসেছ পেরিয়ে
মরুপথ— খরতাপ সৃজন ছাড়িয়ে।
যদিও আবেগ বন্ধ করি জানালায়
তবে ঘুলঘুলি ধরে' কার বৃষ্টিশ্বাস।
প্রাণের ভিতরে আনে কোমল সুবাস !

অমলেন্দু বিশ্বাস

সৃষ্টিসন্ধান